২০৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...05 SEP. 1998
পৃঃ ১ কলাঃ ১

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, রাজেন্দ্রপুর—

২য় সাময়িক পরীক্ষা—১৯৯৮ ইং.

গাজীপুর

৮ম—শ্রেণী বিষয়—সাধারণ গণিত

সময়—৩ ঘণ্টা | পূর্ণমান—১০০

পাটিগণিত—৩৬

[নিচের যে কোন ৬টি প্রশ্নের জবাব দাও ; প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান]

১। দেলীন ৩ বছরের জন্য ৪০০ টাকা এবং ৫ বছরের জন্য ৬০০ টাকা কর্জ করে মোট ১৬৮ টাকা সুদ দিল। উভয় ক্ষেত্রে সুদের হার সমান হলে, সুদের হার কত ছিল?

২ কোন আসল ৩ বছরে সুদে আসলে ৫৬০ টাকা হয় এবং ৫ বছরে সুদে আসলে ৬০০ টাকা হয়। সুদের হার কত?

৩। ঋতু ঋষিককে বার্ষিক ৬% হার সুদে কিছু টাকা ধার দিয়ে ৩ বছর পর ১০৮ টাকা সুদ পেল। ঋতু কত টাকা ধার দিয়েছিল?

৪। টাকায় ১৫টা দরে আমলকি ক্রয় করে ২৫% লাভে বিক্রি করলে প্রতি টাকায় কয়টি আমলকি বিক্রি করতে হবে?

৫। একটি দ্রব্য তালিকায় লিখিত মূল্যের উপর ১০% কমিশন দিয়ে বিক্রয় করায় ২০% লাভ হল। ক্রয় মূল্যের উপর শতকরা কত টাকা বেশি মূল্য তালিকায় ধার্য্য ছিল?

৬। মনে করা যাক, খালেদা জিয়া বিক্রিত মূল্যের উপর ১০% কমিশন পাওয়ার আশায় ভারতের কাছে বাংলাদেশ ৯৫ হাজার কোটি ডলারে বিক্রি করার একটি চুক্তি করলো, যদি প্রকৃতই তাঁর আশার বাস্তবায়ন ঘটে, তবে খালেদা জিয়া ভারতের কাছ থেকে কত ডলার পাবে?

৭। নচিকেতা, ১৫ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার গেল আর হাঁটি ১৫ মিনিটে ১ কিলোমিটার ৫০০ মিটার গেল। ১৫ মিনিট পর তাদের ব্যবধান কত মিটার হবে?

৮। সোনা পানির তুলনায় ১৯.৩ গুণ ভারি। আয়তাকার একটি সোনার বারের দৈর্ঘ্য ৮.৮ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৬.৪ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা ২.৫ সেন্টিমিটার। সোনার বারের ওজন কত?

অপর পৃষ্ঠায়

এই সেই প্রশ্নপত্র— যার ৬ নং প্রশ্নে বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়

খালেদা জিয়া সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের প্রশ্নপত্র নিয়ে গাজীপুরে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা

গাজীপুর থেকে স্টাফ রিপোর্টার ঃ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সুনাম, মর্যাদা এবং ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করার সরকারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এখন কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও সুপরিকল্পিত তৎপরতা শুরু হয়েছে।

গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের ২য় সাময়িক পরীক্ষায় ৮ম শ্রেণীর গণিত বিষয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে জড়িয়ে একটি উদ্ভট ও অবান্তর প্রশ্ন করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় বর্তমানে চরম উত্তেজনা ও ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঐ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক মহল এ ধরনের বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক প্রশ্নের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও এর কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, একটি প্রতিষ্ঠিত স্কুলের প্রশ্নপত্রে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এই ন্যক্কারজনক মিথ্যা ও আপত্তিকর কাল্পনিক

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

খালেদা জিয়া সম্পর্কে আপত্তিকর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উক্তি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই উদাহরণ তাদের কোমলমতি সন্তানদের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর।

উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে অনুষ্ঠিত রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ২য় সাময়িক পরীক্ষার গণিত বিষয়ে ৬নং প্রশ্নে বলা হয়, 'মনে করা যাক, খালেদা জিয়া বিক্রীত মূল্যের ওপর ১০% কমিশন পাওয়ার আশায় ভারতের কাছে ৯৫ হাজার কোটি ডলারে বাংলাদেশ বিক্রি করার একটি চুক্তি করল। যদি প্রকৃতই তার আশার বাস্তবায়ন ঘটে তবে খালেদা জিয়া ভারতের কাছ থেকে কত ডলার পাবে?" এ ধরনের হঠকারীমূলক প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ঐ প্রশ্নের উত্তরদান থেকেও বিরত থাকে বলে জানা যায়। ব্যাপারটি জানাজানি হওয়ায় সমগ্র এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম নেয়। সচেতন অভিভাবক মহল একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য মানহানিকর এই প্রশ্ন করায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় অভিভাবকদের কেউ কেউ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারা একজন মর্যাদাসম্পন্ন জননেত্রী সম্পর্কে এভাবে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কুৎসা রটনা ও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া সম্পর্কে কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার নিন্দা জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কেও মোমেনশাহী এলাকার একটি স্কুলের প্রশ্নপত্রে প্রায় অনুরূপ একটি বিতর্কিত প্রশ্ন করা হয়। এ নিয়ে তখন মোমেনশাহীসহ সারাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে।

এদিকে গাজীপুর জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের ও বিএনপি নেতা মীর হালিমুজ্জামান ননী, মোঃ সোহরাবউদ্দিন, এডভোকেট সহিদুজ্জামান প্রমুখ এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দাবী করে বলেছেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দলীয় সংসদ নেত্রী তথা ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সুনাম ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে তারই ধারাবাহিকতায় এই প্রশ্ন তৈরী করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ দলীয় লোকেরা এভাবে শিশু-কিশোরদের মাঝে ছোট বেলা থেকেই বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সব স্কুল-কলেজে তারা দলীয় সমর্থক শিক্ষকসহ কর্তৃপক্ষকে সেভাবেই নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।